COMPILED AND CIRCULATED BY
SANAT PAN
DEPT. OF BENGALI
NARAJOLE RAJ COLLEGE

BENGALI (UG), 6th SEM (H)
PAPER - DSE3

একাঙ্কিকা হিসেবে সরীসৃপ নাটকের সার্থকতা কতখানি তা আলোচনা কর।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মনোমোহন থিয়েটারের অবদান কম নয়। সেই মনোমোহন থিয়েটারের সামনের অংশ ভাঙা হয়েছে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের রাস্তা করার জন্য। সবটা এখনো ভাঙা হয়নি মনমোহন থিয়েটারের। পেছন দিকে প্রেক্ষাগৃহের কিছুটা ও তার উত্তরেই একখানি ঘর এখনো অক্ষত আছে। তার মূল নাটকের কাহিনিবৃত্ত একটি রাতকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। নাট্যকার দৃশ্যাকারে উপস্থাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। যে কোন সংলাপই জীবনের কথাকেই ফুটিয়ে তোলে। নাটকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, তা নাট্যিক চরিত্রের আচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। গল্প উপন্যাসে স্রষ্টা বর্ণনা করেন, নাটকে নাট্যকার অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সুতরাং দৃশ্যত্ব বা অভিনয়ত্বই নাটকের মৌল লক্ষণ।

স্বল্প পরিধি ও স্বল্প পরিসর একাঙ্ক নাটকের মৌল শর্ত। 'সরীসৃপ' নাটকে সেই শর্ত রক্ষিত হয়েছে কিনা সেটাই প্রথমে বিচার্য। নাট্যস্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে অরুণ নিকিঞ্চ মনোমোহন থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহ-সংলগ্ন একটি ঘর। সময় চিহ্নিত করেছেন রাত নটা থেকে ভোর।

Scanned with CamScanner

বাংলা, 6th SEM(H), DSE 3, সরীসৃপ

নাটকের শুরু থেকেই এই সময় পরিধির দিকে সচেষ্ট মনোনিবেশ লক্ষ করা যায়। রাত্রে লোকজনের কাছে মুখ দেখিয়ে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে সারদাসুন্দরী ও নিকুঞ্জ নাগ দিনের আলোতে আর মুখ দেখাতে পারে না। তাই আগামী কাল মনোমোহন থিয়েটারের অবশিষ্টাংশ ভাঙা হবে কিনা সেই খবরের সত্যতা যাচাই এর জন্য নিকুঞ্জ নাগ সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে খবর আনতে গেছে। এদিকে ঘরের মধ্যে মোমবাতি জ্বেলে বসে আছেন ম্যাডাম। ম্যাডাম যখন ঘরের দরজা খোলে তখন ঘরের মেঝেতে চাঁদের আলো পড়েছে অর্থাৎ সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে রাত কিছুটা গড়িয়ে গিয়েছে।

আবার নাট্যকাহিনীর শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখি ভোরের আলো ঘরে ঢুকতেই সবাই ঘুম থেকে উঠলেন। 'মোমবাতিটা পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুমূর্ষ আলো ঢুকতে দেখা গেল, সবাই ঘুমুচ্ছে। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগল। দিনের আলো ঢুকল ঘরে। প্রথমে জাগলেন ম্যাডাম। তিনি সকলকে ডেকে দিলেন।' অর্থাৎ সময় পরিধি হিসাবে চিহ্নিত সময়ের মধ্যে মধ্যে নাটকের মধ্যে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন।

সমগ্র কাহিনিবৃত্ত গড়ে উঠেছে ভগ্নপ্রায় মনোমোহন থিয়েটারের পেছন দিকে প্রেক্ষাগৃহের কিছুটা ও তার উত্তরে দু একখানি ঘরের মধ্যে একটি ঘরকে কেন্দ্র করে। যে ঘরের মধ্যে থাকত সেকেলে বিখ্যাত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সঙ্গে অভিনয় করে গেলো অভিনেতা অভিনেত্রীর সম্মান পাওয়া নিকুঞ্জ নাগ ও সারদাসুন্দরী, যাকে লোকে 'ম্যাডাম' বলে জানে। আজ তাদের সবকিছু হারিয়ে গেছে। নিকট আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত। নিরাশ্রয় হয়ে সরীসৃপ প্রাণীদের মতো নির্জন অন্ধকার গর্ত খুঁজে নিয়ে ইট, কাঠ, পাথর, সুড়কি ও রাবিশের জঙ্গলে ঘেরা ধ্বংস স্তূপের মধ্যে টিকে থাকা এই ঘরের আশ্রয় নিয়েছে।

বাংলা, 6th SEM(H), DSE-3, সরীসৃপ

Scanned with CamScanner

বাংলা, 6th SEM(H), DSE3, সরীসৃপ

সরীসৃপ নাটকের মধ্যে স্বল্প পরিসরে হলেও নাট্যকার আধুনিক সমাজব্যবস্থার বাস্তবকিছু সমস্যাকে নতুনভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন যা কোনো অস্পষ্ট থাকেনা। সমাজের অসহায় মানুষদের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান থাকেনা, তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উঠে যেতেই হয়। নাটকের মূল চরিত্রকে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী বলেই মনে হয়। তারা কোথাও কেউ ইচ্ছা করলেও এক জায়গায় থাকতে পারছে না, স্বল্প পরিধির মধ্যে সমস্ত চরিত্রগুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। একাঙ্কে নাটকের স্বল্পায়তনের মধ্যে এগুলি চরিত্রকে এত সুন্দরভাবে পরিস্ফুটন করাই নাট্যকারের কৃতিত্ব।

একাঙ্ক নাটক আকারগত দিক থেকে সংক্ষিপ্ত হলেও, সেই সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের একটি নিজস্ব দর্শন বা সামাজিক মনোভাব প্রকাশ পায়, নাট্যকাহিনীর মধ্যে নাট্যকার তাঁর সুচিন্তিত মনোভাবের সঠিক রূপায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। উৎপল দত্ত তাঁর 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭৭) নাটকের মধ্যে দেখিয়েছিলেন নাটক পাগল মানুষগুলো সামাজিক মানুষের চোখে সামান্যটুকু মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয়। তবুও এই মানুষগুলো আজিনাথকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায় সমাজের; দেশের জন্য কিছু করতে।

বাংলা, 6th SEM (H), DSE3, সরীসৃপ

Scanned with CamScanner